প্রকাশনার ৩৪ বছর
দৈনিক
করতোয়া
বুধবার ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ ঃঃ ১৪ জিলহজ ১৪৩০ হিজরি ঃঃ ২ ডিসেম্বর ২০০৯

দৈনিক করতোয়ার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে গোল্ডেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা মো. জাহাঙ্গীর আলম

আগামী ১০ বছরের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তিতে এক বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

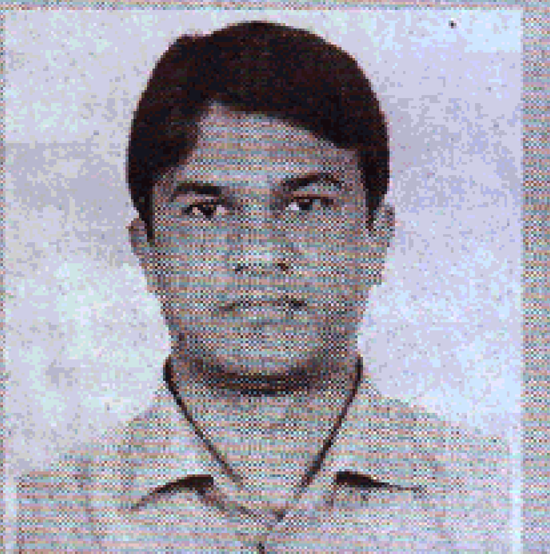

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম উত্তর বঙ্গে ১৯৬৯ সালের ২ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার সন্তসা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ মশিউর রহমান মাতা নূরজাহান বেগমের কৃতী সন্তান তিনি। পিতার চাকুরির সুবাদে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বিচরণ করার সুযোগ হয়েছে তার। তিনি হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার্স, চার্টার্ড একাউন্ট কোর্স এবং আই.টি.পি করে বর্তমানে আয়কর সহ ব্যবসা সংক্রান্ত কনস্যালটেন্সী করছেন। আয়কর আইনজীবীদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে তিনি তার থেকে একেবারে আলাদা প্রকৃতির ভিন্ন ধাঁচের এক ধরনের ব্যক্তিত্ব। রুটি রুজির জন্য সর্বোচ্চ ২০ ভাগ সময় ব্যয় করেন এবং বাকি ৮০ ভাগ সময় দেশ, জাতি ও আর্তমানবতার কল্যাণে ব্যয় করেন। তিনি তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মধ্যে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে অসংখ্য সৃজনশীল কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তিনি মনে করেন এতে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অনেকাংশে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

করতোয়া : *কেন আপনি আপনার বেশির ভাগ সময় সামাজিক কর্মকান্ডের জন্য ব্যয় করেন?*

জাহাঙ্গীর আলম : ৫২ এর মহান ভাষা আন্দোলনের সময় আমার জন্ম হয়নি,৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় খুবই ছোট ছিলাম। অসংখ্য শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধনীতা অর্জিত হয়েছিল। আজ আমারা স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করছি। দেশের জন্য আমাদের পূর্বসূরীরা জীবন দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। আর আমরা উত্তরসূরীরা জীবনের কিছু সময় দেশের জন্য দিতে পারব না এটা কেমন করে হয়!

একজন যুবতী যখন কারো বউ হয় তখন সে স্বপ্ন দেখে মা হবার। এক সময় সে সন্তান ধারন করে ১০ মাস পেটে বহন করার পর সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ২ বছর দুগ্ধ প্রদানসহ অনেক কষ্ট সহ্য করে তিলে তিলে সন্তান বড় হতে থাকে সাথে সাথে বড় হতে থাকে মায়ের । পরিবারের সব সদস্যের মধ্যে মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি, সন্তানের প্রতিটি রক্ত কণিকায় মা মিশে থাকেন।

এই কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে আমি বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মায়ের মতন একটি Concept ধারন করছি, লালন করছি এবং বড় করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমরণ চালিয়ে যাব ইনশাআল-াহ।

করতোয়া : *৪টি পোর্টালের মধ্যে একটি পোর্টাল বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার উপর এই সম্পর্কে আপনার মন্তব্য ?*

জাহাঙ্গীর আলম : www.goldenbangladesh.com ২০০২ সালে উত্তরবঙ্গেও ২/৩ টি জেলা থেকে আমরা যাত্রা শুরু করি পরে ৬৪টি জেলার তথ্য নিয়ে কাজ করছি। ইতোমধ্যে প্রায় ১৫০০০ (পনের হাজার) অধিবাসীর ডাটাবেইজ এর মধ্যে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) গুণীজনের ডাটা সংযুক্ত হয়েছে এবং বেশ কিছু তথ্য সংযোজন হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত সংযোজনের কাজ এগিয়ে চলছে।

ডাটাবেজের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার স্থায়ী, বর্তমান, কর্মস্থলের ঠিকানা ও পদবীসহ আরো তথ্য আছে। প্রতিটি জেলার ইতিহাস পরিসংখ্যান সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বার আছে এবং ব্যক্তিগত সমস্যা সহ জেলার যে কোন সমস্যা তুলে ধরা যায় এই পোর্টালে। অনলাইনে জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রত্রিকা পড়ার সুযোগসহ অসংখ্য ওয়েবসাইট লিংক পাওয়া যাচ্ছে। নারীদের তথ্য নিয়ে দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ নারী বিষয়ক পোর্টাল www.goldenfeminabd.com| এই সাইটিতে নারী বিষয়ক বিভিন্ন আইন-কানুন, দেশ-বিদেশের বিখ্যাত নারীদের রেসিপি, ফ্যাশন টিপস, বিউটি টিপস, নারী ও শিশু স্বাস্থ্যসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথম নারীদের জীবনী, বিভিন্ন পত্রিকার নারী পাতার বিভিন্ন ম্যাগাজিনের খন্ডাংশ আছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা রয়েছে যারা নারীদের নিয়ে কাজ করছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত এ টু জেড সমাধানের লক্ষে www.goldenbusinessbd.com এর যাত্রা শুরু হয়েছে। এখানে আয়কর, ভ্যাট, ট্রেড লাইসেন্সসহ ব্যবসার যে তথ্যগুলো প্রয়োজন তার সব তথ্য নিয়েই যাত্রা শুরু হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত এর তথ্য সংযোজনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

www.goldenmarriagebd.com এই সাইটে বিবাহ বিষয়ক আইন, কমিউনিটি সেন্টার, অলংকার, ফুল ইত্যাদি বিয়ের জন্য যা যা প্রয়োজন সব ঠিকানা ও তথ্য রয়েছে। পাশাপাশি আমরা এই সাইটের মাধ্যমে দেশের দুস্থ নারীদের তথ্য সংগ্রহ করছি।

করতোয়া : *তথ্য প্রযুক্তির নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধাগুলো কি কি ?*

জাহাঙ্গীর আলম : বাংলাদেশের মানুষ এখনো তথ্য প্রযুক্তিতে অনেক পিছিয়ে আছে। ইন্টারনেটের গতি খুবই কম, কম গতিসম্পন্ন এবং অনেকের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে নেই। তবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এই ধারাগুলো অতিক্রম করার জোর প্রচেষ্টা চলছে।

করতোয়া : *প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে ভূমিকা রাখায় গোল্ডেন বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে বেশ কাভারেজ পেয়েছে। এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?*

জাহাঙ্গীর আলম : "The New 7 Wonders Foundation" নামক সুইজারল্যান্ডভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে জানুয়ারি ২০০৭ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আকর্ষণীয় ৪৪০ টি স্থান নিয়ে অনলাইনে ভোটের মধ্য দিয়ে ২২ জুলাই ২৮টি আকর্ষণীয় স্থান নির্বাচিত করা হয়, এর মধ্যে সুন্দরবন স্থান পায়। আমরা শুরু থেকেই ইন্টারনেটে ভোট সংগ্রহ এবং জনমত সৃষ্টির জন্য বেশ কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করেছি। আমাদের ৪টি পোর্টালে শুরু থেকে ভোটের লিংক দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম সেই লিংক থেকে কয়েক লক্ষ ভোট দিয়েছে। আমাদের প্রায় ৪০,০০০ মেম্বার লক্ষাধিক ই-মেইল থেকে আমরা প্রতিনিয়ত গ্রুপ মেইল দিয়েছি ভোট দেয়ার জন্য। এছাড়াও প্রচারণার জন্য পোস্টার, লিফলেট, র‌্যালি, ভোটের গাড়িসহ বিভিন্ন মেলায় ভোটিং বুথ নিয়ে আমরা প্রচারণা চালিয়েছি। কিছু কর্মকান্ড উলে-খ করছি-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউশন থেকে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত র‌্যালি করেছি যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল এভিয়েশন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জি.এম. কাদের। উক্ত র‌্যালিতে প্রায় ১০০০ ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটেছিল। এছাড়াও দশ দিনব্যাপী বাংলা একাডেমীতে বিসিক আয়োজিত বৈশাখী মেলা ১৪১৬, ইন্টারনেট সংযোগসহ ১০টি কম্পিউটার সম্বলিত মেলায় ভোটিং বুথ। মেলার ভোটিং বুথ উদ্বোধন করবেন শিল্প মন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া। মাননীয় মন্ত্রী ভোট দেন, আরও ভোট দেন তথ্য সচিব, শিল্প সচিব, টি.আই.বি এর চেয়ারম্যান, এমডিসিসি আই এর চেয়ারম্যানসহ বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি। চ্যানেল আইয়ের কার্যালয়ে জাতীয় কবির ১১০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত নজরুল মেলায় অংশগ্রহণ করি।

করতোয়া : *অনলাইনে আয়কর সম্পর্কিত জটিল বিষয়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে বলবেন?*

জাহাঙ্গীর আলম : বসরকারিভাবে প্রথমবারের মতো আয়কর সম্পর্কে গনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে অনলাইনে আয়কর সম্পর্কিত সকল তথ্য আমরা আমাদের ব্যবসা সংক্রান্ত পোর্টাল www.goldenbusinessbd.com এ দিয়েছি। অর্থ আইন ২০০৯ অনুযায়ী আয়কর আইন, নীতি, এস.আর. ও সহ নতুন করদাতা হিসেবে কিভাবে টি.আই.এন. ফরম এবং আয়কর রিটার্ন পূরণ করতে হবে তা উদাহরণসহ সহজভাবে দেয়া আছে। যা কোন উকিল ছাড়াই পোর্টালের সাহায্যে রিটার্ন পূরণ করতে পারবে। এছাড়াও আয়কর সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদের ইমেইল, টেলিফোন এবং ব-গে লিখলে আমরা তার উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। এই বৎসর আমরা প্রায় কমপক্ষে ৫০০ জনের আয়কর সম্পর্কিত জটিল সব সমস্যার সমাধান অনলাইনে দিয়েছি।

করতোয়া : *আপনার এই সেবামূলক কর্মকান্ডে সরকার কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান কি সহযোগিতা করছে ?*

জাহাঙ্গীর আলম : এখন পর্যন্ত কোন সহযোগিতা পাইনি এবং আমি নিজেও সহযোগিতার জন্য আবেদন করিনি। তবে ১/২ মাস ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সহযোগিতা চাচ্ছি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন উলে-খযোগ্য সাড়া পাচ্ছি না তবে আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে সবাই এগিয়ে আসবেন যেমন আপনারা এগিয়ে এসেছেন।

করতোয়া : *আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?*

জাহাঙ্গীর আলম : আগামী ১/২ বছরের মধ্যে আমাদের ৪ টি পোর্টাল তথ্যে পরিপূর্ণ করা যাতে সব ধরনের তথ্যই পাওয়া যায়, ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য দেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের পাশাপাশি আমাদের বেশ কিছু ট্রেনিং প্রোগাম যেমন- ড্রাইভিং, মেকানিক, তথ্যপ্রযুক্তি এবং কর্মাস গ্রাজুয়েশনরের বাস্তবভিত্তিক ট্রেনিং দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, সুন্দরবনকে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে জয়ী করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া, প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধাতর জন্য ব্যাপক জনসচেতনা তৈরি করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া, দেশের উন্নতির জন্য আয়কর, ভ্যাটসহ জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেসরকারিভাবে গণজাগরন তৈরি করা এবং দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নতুন নতুন সৃজনশীল কর্মকান্ড চালিয়ে যাব।